গার্লগাইডস্ বার্তা

২০১৯-২০২০

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বিনম্র শ্রদ্ধা

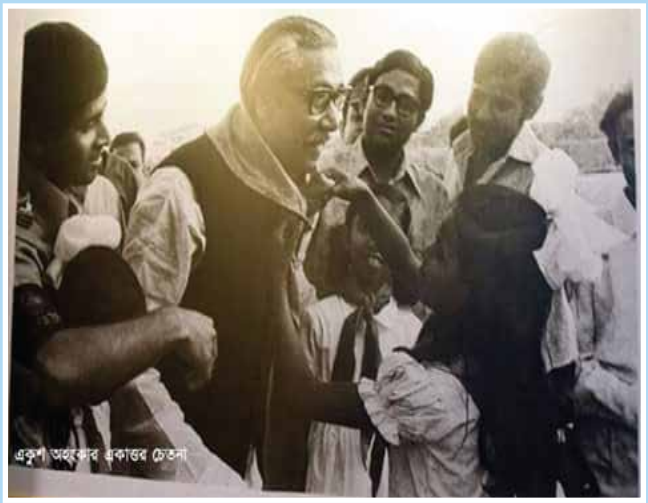

গার্লগাইডস্ বার্তা ২০১৯-২০২০

সূচিপত্র

আঞ্চলিক কমিশনারদের ঠিকানা	০২	চট্টগ্রাম অঞ্চল	২০
সম্পাদকীয়	০৩	কুমিল্লা অঞ্চল	২১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে গাইডারা	০৪	ঢাকা অঞ্চল	২৩
বিশ্ব চিন্তা দিবসের বাণী	০৫	রাজশাহী	২৪
মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে গাইডারা	০৬	রংপুর	২৬
জাতীয় কমিশনারের বাণী	০৭	ময়মনসিংহ	২৮
৪২তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন	০৮	আমরা গাইড	২৯
জাতীয় যুব দিবস ও বিশ্ব এইডস্ দিবস	০৯	বঙ্গবন্ধু : চিরন্তন অমলিন স্মৃতি	৩০
বেগম রোকেয়া দিবস	১০	বঙ্গবন্ধুর সাথে অমূল্য স্মৃতি	৩১
বরিশাল অঞ্চল	১১	বাংলাদেশের মাটি	৩২
রাজধানী অঞ্চল	১২	13th Asia Pacific Regional Conference	৩৩
চিত্রে গাইডিং	১৯	শোক বার্তা	৩৫

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

গাইড কার্যক্রম এবং গাইড বার্তার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কমিশনারদের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আঞ্চলিক কমিশনার
রাজধানী অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩২১১২৯ (অফিস)
ই-মেইল : bgguides.capitalregion@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
রংপুর অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
রংপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
মোবাইল : ০১৫৫৬৩০৭৭২৯
ই-মেইল : bggarangpur16@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
সিলেট অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
বসুন্ধরা ৪২/২, রায়নগর, রাজবাড়ী
(ইসলামিয়া একাডেমির পাশে), সিলেট
মোবাইল : ০১৭১২-২৭৫১৮১
ই-মেইল : bgga.sylhetregion@yahoo.com

আঞ্চলিক কমিশনার
ঢাকা অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৩৮১৯ (অফিস)
ই-মেইল : bggadhakaregion@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
ময়মনসিংহ অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল
একাডেমিক ভবন (৩য় তলা), কক্ষ নং-৩০৫
মোবাইল : ০১৭১১০৬১২৭৪
ই-মেইল : bggamonch25@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
খুলনা অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
৫৮, স্যার ইকবাল রোড, বাইতিপাড়া, খুলনা।
ফোন : ০২৪৪-১১০৭৫৪ (অফিস)
ই-মেইল : bggakhulnaregion@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
চট্টগ্রাম অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
৩০৫, বাকলিয়া হাইস্কুল রোড, পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৬৩৪২৩৮ (অফিস)
ই-মেইল : bgga.ctg@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
রাজশাহী অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
বিল সিমলা, রাজপাড়া (শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামের সামনে)
পোস্ট অফিস : সেনানিবাস, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১২৬৬ (অফিস)
ই-মেইল : bggaraj@gmail.com

আঞ্চলিক কমিশনার
কুমিল্লা অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
ফয়জুন নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা
মোবাইল : ০১৮১৪-২২৩৬০৫
ই-মেইল : girlguidescomilla@yahoo.com

আঞ্চলিক কমিশনার
বরিশাল অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সড়ক, বরিশাল-৮২০০
ফোন : ০৪৩১-২১৭৪৭৬৯ (অফিস)
ই-মেইল : bgga.barisal@gmail.com

সম্পাদক : শাহ্নাজ মালিক আহমেদ
উপদেষ্টা : কাজী জেবুন্নেছা বেগম
সম্পাদনা পরিষদ : শাহ্নাজ মালিক আহমেদ
প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
নুরজাহান আরা বেগম
ডা: রাজিয়া সুলতানা, রিফাত আরা শাহানা
মাহমুদা আপন

World Thinking Day 2020 Theme: Living Threads

সম্পাদকীয় নীতি

'গার্ল গাইডস্ বার্তা' মূলত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন-এর মুখপত্র। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচির ধ্যানধারণার পারস্পরিক মতামত ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে গাইডিং-কে প্রত্যেকের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। দেশে এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গাইড সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির সচিত্র প্রতিবেদন গইড বার্তা নিয়মিত প্রকাশ করে। গাইড বার্তা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়। লেখা ও ছবি ই-মেইলে পাঠাতে হবে। পরিষ্কার রঙিন ছবি পাঠালে ভালো হয়। গাইড বার্তা সম্পাদনা পরিষদ বাছাই ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

যোগাযোগের ঠিকানা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০
ফোন: ৪৮৩১৫৫০১, ফ্যাক্স: ৪৮৩১৫৫৯২
ই-মেইল: bgguidesho@gmail.com
ওয়েবসাইট: http://girlguides.portal.gov.bd

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়ে যেকোন অনুসন্ধান প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ঢাকাস্থ জাতীয় কার্যালয় থেকে আনা সম্ভব। এ গাইড বার্তায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন কোন প্রকার দায়ী থাকবে না।

প্রতি কপির মূল্য ২০ টাকা মাত্র
বাৎসরিক চাঁদার হার : ডাক ১০০.০০ টাকা মাত্র (বাংলাদেশ)
বাৎসরিক চাঁদার হার : ডাক ১২০.০০ টাকা মাত্র (ভারত)

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

সম্পাদকীয়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনার, সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সকল গাইড সদস্যের পক্ষ থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সাল মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হবে। গার্ল গাইডের জাতীয় কার্যালয় সহ সকল অঞ্চল, জেলা ও স্থানীয়ভাবে মুজিব বর্ষ পালনের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, ছিন্নমূল পথ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান দান, দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন হাসপাতালে রেঞ্জারদের স্বেচ্ছাসেবা দান ও সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনার সহ সকল গাইড সদস্যের অংশগ্রহন।

মুজিব বর্ষকে উপলক্ষ করে এবারের গাইড বার্তা বিশেষ সংখ্যা 'মুজিব বর্ষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশ করা হলো। জাতির পিতার স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মেধা, মনন ও প্রজ্ঞা দিয়ে দেশকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছেন বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়।

এবারের বিশ্ব চিন্তা দিবসের থিম `Living Threads'। বিশ্ব বোর্ড (ওয়াগ্‌স) হতে প্রেরিত বিশ্ব চিন্তা দিবসের থিমের উপর বিশ্বের গাইড সদস্য দেশগুলো সারা বছর কাজ করে থাকে ও অর্থ সংগ্রহ করে যা মানব কল্যাণে ব্যয় হয়। এবারের থিমকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের গাইড সদস্যরা সারা বছর তাদের কর্মসূচি পালন করবেন এই আশায় সবাইকে জানাই নতুন বছর ২০২০ সালের শুভেচ্ছা।

শাহ্নাজ মালিক আহমেদ
প্রকাশনা কমিশনার ও
সম্পাদক, গার্ল গাইডস্ বার্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গার্ল গাইডস্ এর সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে

বিশ্ব চিন্তা দিবস থিম -২০২০

WORLD THINKING DAY 2020

THEME: Living Threads.

When all of our individual threads come together we create something bigger and stronger. When individual threads are woven together they form something bigger and stronger. We are just like those threads,all unique and of equal value. Being able to come together with a shared purpose is our strength. We are living threads!

Living Threads is Diversity, Equity and Inclusion to girls' lives.

Diversity is a mix of many different dimensions.

Equity refers to when there is fairness and equality in outcomes, not just in support and opportunity.

Inclusion is a belief and a practice. Inclusion requires people to value, repeat and accept diversity.

World Thinking Day is a day of international friendship, when Girl Guides and Girl Scouts around the world come together with one voice and speak out on issues that affect girls and young women.

This is the day of fundraise for the 10 million Girl Guides and Girl Scouts around the world.

This is the 94th year of World Thinking Day.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি এম.পি. এর সাথে আমরা গাইডরা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
বিশ্ব চিন্তা দিবস-২০২০

"Living Threads' Diversity, Equity and Inclusion"

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশ্ব চিন্তা দিবস ২০২০ উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের নবীন, প্রবীণ সহ সর্বস্তরের গাইড সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষন।

ফেব্রুয়ারি মাস গাইডিং ও আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এ মাসে আমরা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন করেছি। বিশ্ব মানচিত্রে গর্বিত জাতি হিসেবে আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্বব্যাপি পালিত হচ্ছে International Mother Language Day.

World Association of Girl Guides & Girl Scouts , WAGGGS বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন। এ সংগঠন ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০১০ সালে শতবছর পূর্ণ করেছে। এ সময়ে ওয়াগস বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার উন্নয়ন, উন্নতর নেতৃত্ব সৃষ্টি, সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানে নবতর কৌশল উদ্ভাবন, বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশ্ব নাগরিকত্ব বিকাশে সুষ্ঠ মনোভাব প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করে আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ ২২ ফেব্রুয়ারি আমরা একত্রিত হয়েছি বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ও লেডি ওলেভ ব্যাডেন পাওয়েলের যৌথ জন্মদিবস উদ্‌যাপনে।

১৯২৬ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত WAGGGS এর ৪র্থ বিশ্ব সম্মেলনে এই দুই মহতী ব্যক্তিদ্বয়ের জন্ম দিবসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য Thinking Day বা চিন্তা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সেটা World Thinking Day হিসাবে পরিগণিত হয়।

১৯৩২ সালে লেডী ওলেভ ব্যাডেন পাওয়েল একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করেন। যেখানে সবাই স্বেচ্ছা প্রনোদিত ভাবে সামান্য হলেও অর্থ প্রদান করবে। সকলের স্বেচ্ছাকৃত এই দান WAGGGS সংগ্রহ করে সম্মিলিত অর্থ দ্বারা বিশ্ব ব্যাপী গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটসদের সমৃদ্ধিতে ব্যয় করবে। এখান থেকে বিশ্ব চিন্তা দিবস তহবিলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অর্থ প্রদান করার প্রথা চালু হয়।

স্মরণীয় এই দিনটিতে গাইড সদস্যরা একত্রিত হয়ে তাদের অন্তরে গাইড প্রতিজ্ঞা নবায়ণ, একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময়সহ পরস্পরকে স্বরণ এবং গাইড ভান্ডারে স্বেচ্ছামূলকভাবে অর্থ প্রদান করে দিবসটি মর্যদাপূর্ণভাবে পালন করে থাকে। দেশে দেশে সংগ্রহ করা চিন্তা দিবসের এই দান গাইড কার্যক্রমের ভান্ডার নতুন করে পূরণ, কর্মসূচিতে প্রাণ সঞ্চার এবং গাইড আন্দোলনকে নবজীবন দান করে।

WAGGGS প্রতিবছর তাৎপর্যময় এই দিনকে কেন্দ্র করে একটি Theme বা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ এবং Activity Pack প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে ১৫০ টি দেশের ১০ মিলিয়ন গাইড সদস্যদের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ বছরের বিশ্ব চিন্তা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Living Threads' Diversity, Equity and Inclusion"। এ মূল মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে ওয়াগস্ বিশ্বব্যাপি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার নাম হচ্ছে Living Threads. যখন অনেক সুতো একত্রে গাথা হয়, তখন তা অধিক শক্তিশালী হয়। যখন অনেক মানুষ একত্রে এক উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যায়, তখন তার শক্তির কাছে হার মানে সকল বাধা, সকল অন্যায়। মোট কথা হচ্ছে 'একতাই বল'। আমরা সকলে Living Threads অর্থাৎ জীবন্ত সুতো।

এখনই সময় নারী সমাজের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য কাজ করার। বিশ্বব্যাপি সংগ্রহ করা চিন্তা দিবসের চাঁদা নারীদের প্রতি সহিংসতা দূর করতে, নতুন সুযোগ তৈরীতে এবং নেতৃত্ব বিকশিত করতে সাহায্য করবে।

আসুন আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা নবায়ন ও বিশ্ব চিন্তা দিবস তহবিলে অর্থ দান করি। সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও কর্মসূচির দ্বারা বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে "বিশ্ব চিন্তা দিবস ২০২০" এর প্রতিপাদ্যকে স্বার্থক করে তুলি।

২০২০ সালের বিশ্ব চিন্তা দিবসের সকল উদ্যোগ সফল হোক।

০৯ ফাল্গুন ১৪২৬
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

৪২তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন

৪২তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে মঞ্চে জাতীয় কমিশনারসহ অতিথিবৃন্দ

১৭ হতে ২০ অক্টোবর, ২০১৯ চারদিন ব্যাপী, হোটেল গ্রেভার ইন ইন্টারন্যাশনাল, কুয়াকাটায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ৪২ তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও অতিরিক্ত সচিব (লিয়েন) ব্রিটিশ কাউন্সিল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মোসাঃ জাহানারা বেগম, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, পটুয়াখালী ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, মেয়র, পটুয়াখালী পৌরসভা, জনাব মোঃ মুনিবুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কলাপাড়া ও জনাব বারেক মোল্লা, মেয়র, কুয়াকাটা পৌরসভা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাবেয়া খাতুন, আঞ্চলিক কমিশনার, বরিশাল অঞ্চল, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন। অধিবেশনের শেষের দিন সকল অঞ্চলের সমন্বয়ে এক মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এর আগে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ম সভা সুন্দরবন -১১ স্টিমারে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম।

জাতীয় কার্যালয় সহ এসোসিয়েশনের রাজধানী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর ও ময়মনসিংহ সহ ১০ অঞ্চল হতে ৩০০ জন কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন।

৪২তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ

জাতীয় যুব দিবস ও বিশ্ব এইডস্ দিবস

জাতীয় যুব দিবস ও বিশ্ব এইডস্ দিবসে বক্তব্য দেন জাতীয় কমিশনার

জাতীয় যুবদিবস ও বিশ্ব এইডস্ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ২০১৯, বেইলী রোড, গাইড হাউজ, জাতীয় কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে যুব দিবসের আলোচনা, এইডস্ বিষয়ক সচেতনতা সেশন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও অতিরিক্ত সচিব (লিয়েন) গভ: লীড, ব্রিটিশ কাউন্সিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডা: বিশ্বজিৎ ভৌমিক, কনসালটেন্ট, ডায়াবেটোলজি এন্ড সেন্টার ডিরেক্টর, ন্যাশনাল হেল্থ কেয়ার নেটওয়ার্ক। বিশেষ আমন্ত্রনে সম্মানিত অতিথি ছিলেন রাজ কুমার কৌশিক, ডিরেক্টর, দ্যা ভারত স্কউটস এন্ড গাইডস্। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবিনা ফেরদৌস, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন), প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)। স্বাগত বক্তব্য দেন মুনিরা ফেরদৌস হাবিবা এবং সভাপতির বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রীতা জেসমিন, রেঞ্জার কমিশনার।

জাতীয় যুব দিবস ও বিশ্ব এইডস্ দিবসে রক্তদান কর্মসূচিতে রেঞ্জারদের অংশগ্রহণ

এইডস্ বিষয়ে সচেতনতা সেশন প্রদান করেন ডা: নুসরাত সুলতানা, সহযোগি অধ্যাপক, ভাইরোলোজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। প্রাক্তন রেঞ্জার ও বাংলাদেশের পতাকাবাহী প্রথম বিশ্বজয়ী নাজমুন নাহার ১৩৮টি দেশ ভ্রমণ করে বাংলাদেশের পতাকাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনার ও গাইড সদস্য সহ দুইশতাধিক অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বেগম রোকেয়া দিবস

'নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ বেইলী রোড, গাইড হাউজ, জাতীয় কার্যালয়ের নবনির্মিত ১০তলা ভবনের সভা কক্ষে বেগম রোকেয়ার জীবনী নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও প্রাক্তন তিনজন জাতীয় কমিশনার-কে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেয়া প্রশংসা সার্টিফিকেট হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসে দেশের সূর্য সন্তানদের স্মরণ, বেগম রোকেয়ার জীবনীর উপর আলোকপাত ও প্রাক্তন জাতীয় কমিশনারদের সম্মান জানিয়ে সভাপতির বক্তব্য দেন জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম।

অনুষ্ঠানে জেবা রশীদ চৌধুরী ও রেহানা বানু তাঁদের সময়ের গাইডিং কার্যক্রমের কর্মযজ্ঞ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন। বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, বেগম পত্রিকার সম্পাদক জাহানারা বেগম, জাহানারা ইমাম ও এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার সহ আলোকিত নারীদের নিয়ে আলেখ্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাহমুদা আপন। বেগম রোকেয়ার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)।

'বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথই নারী উন্নয়নের একমাত্র পথ' বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর দায়িত্বে ছিলেন সাবিনা ফেরদৌস, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন), জাহান আরা বেগম, কোষাধ্যক্ষ, বেলারানী সরকার, অর্থ কমিশনার। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেয়া প্রশংসা সার্টিফিকেট জেবা রশীদ চৌধুরী ও রেহানা বানুর হাতে তুলে দেয়া হয়। পরে জেবা রশীদ চৌধুরী, রেহানা বানু ও সৈয়দা রেহানা ইমাম সহ প্রাক্তন তিনজন জাতীয় কমিশনারের হাতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাবিনা ফেরদৌস, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন)। হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনার ও গাইড সদস্যসহ অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বেগম রোকেয়া দিবস অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার ও গাইড সদস্যবৃন্দ

বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল অঞ্চল আঞ্চলিক কমিটি গত ৬ মাসে নিম্ন লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে-

আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, স্থানীয় কমিটির সভা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি, অগ্নি নির্বাপক কৌশল বিষয় প্রশিক্ষণ, জাতীয় রেঞ্জার কাউন্সিলের সভায় অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ, ৮ম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন, অভ্যন্তরীণ অডিট, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন, পেট্রোল লিডার কোর্স প্রশিক্ষণ, রেঞ্জার গাইডার কোর্স প্রশিক্ষণ, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস পালন

আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশনে প্রধান অতিথিকে সম্মাননা প্রদান

দীক্ষাদান

জুলাই হতে অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭২৩ জন গাইডকে দীক্ষাদান করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২৮ আগস্ট, ২০১৯ আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা হয়। হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, জেলা ও স্থানীয় কমিটির সদস্য ও কমিশনারসহ ১৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

৩১ আগস্ট, বরিশাল জেলা প্রশাসন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠানে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার ও গাইডার সহ ১০টি উপজেলা হতে ১০০০ গাইড অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় আঞ্চলিক কমিশনারসহ গাইড সদস্যদের অংশগ্রহণ

ডে-ক্যাম্প

১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ বরিশাল ইসলামিয়া কলেজের রেঞ্জার ইউনিটের ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কোম্পানী ডে-ক্যাম্প

১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাত: ও দিবা শাখার কোম্পানী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

জেলা ভিত্তিক কমিশনার্স সম্মেলন

বরিশাল জেলার ৬টি জেলার সকল স্থানীয় কমিশনার, সচিব ও কোষাধ্যক্ষদের নিয়ে ১ম জেলা ভিত্তিক কমিশনার্স সম্মেলন ডিসেম্বর, ২০১৯ বরিশাল গাইড হাউজে অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস পালন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ বরিশাল জেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গাইড ও রেঞ্জার সহ ৪৫ জন অংশ-গ্রহণ করেন।

রাজধানী অঞ্চল

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, রাজধানী অঞ্চল তার ১০টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার ও যুবা নেতৃদের নিয়ে সারা বছর ব্যাপী গাইডিং কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য সদা সচেষ্ট।

জুলাই-ডিম্বের ২০১৯ এ তারা নিম্ন লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়-

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ, ডেঙ্গুঁ সচেতনতামূলক র‍্যালী ও কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক যুব দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, ক্লাইমেট স্ট্রাইক কর্মসূচি পালন, জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, বিশ্ব এইডস্ দিবস, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন, আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবস ও প্রতিরোধ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ

গাইড গাইডার বেসিক কোর্স প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, জাতীয় কার্যালয় আয়োজিত ২৭ হতে ৩১ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত 'গাইড গাইডার বেসিক কোর্স' প্রশিক্ষণ শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

ডেঙ্গুঁ প্রতিরোধ শোভাযাত্রায় গাইড সদস্যদের অংশগ্রহন

বঙ্গমাতার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

৮ আগস্ট, ২০১৯ বঙ্গমাতার ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এম.পি। আঞ্চলিক কমিশনার রওশন ইসলাম, ট্রেইনার তিথি দে ও ৩০ জন রেঞ্জার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৫ আগস্ট, ২০১৯ জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে রাজধানী অঞ্চল হতে ট্রেজারার খাইরুন নাহার শিল্পী, পুরাতন ঢাকা জেলা সেক্রেটারী ডা. রাজিয়া সুলতানা রোজী ও ১০ জন রেঞ্জার, গাইডারসহ তিথি দে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন রাজধানী অঞ্চলের '৩১ তম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন' মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন সোহেল আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও অতিরিক্ত সচিব (লিয়েন) গভ: লীড, ব্রিটিশ কাউন্সিল। সম্মানিত অতিথি ছিলেন নাজমুন নাহার শাহীন, প্রধান শিক্ষক, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন রওশন ইসলাম, আঞ্চলিক কমিশনার, রাজধানী অঞ্চল। ৮ টি জেলা হতে ৯৭ জন কাউন্সিলরসহ ২০০ জন গাইড সদস্য অংশ গ্রহণ করেন।

পরিদর্শন

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ গাইর্ডিং কার্যক্রম বেগবান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজধানী অঞ্চলের উদ্যোগে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ পরিদর্শন করেন রওশন ইসলাম, আঞ্চলিক কমিশনার, নূরজাহান আরা বেগম, গাইড কমিশনার ও শাহ্নাজ মালিক আহমেদ, প্রকাশনা কমিশনার এবং তিথি দে, শিক্ষানবীশ জুনিয়র ট্রেইনার। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা শেষে গাইড বার্তা, পরিপত্র, এন্ট্রি ফরম সহ, রেজিস্ট্রেশন ফরম প্রদান করা হয়।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন

১৮ হতে ২০ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের '৪২ তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন' কুয়াকাটা, পটুয়াখালী, বরিশাল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে রাজধানী অঞ্চল হতে দু'জন ট্রেইনারসহ ৩০ জন কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন।

গাইড গাইডার বেসিক কোর্স প্রশিক্ষণ

২৭ হতে ৩১ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত 'গাইড গাইডার বেসিক কোর্স' প্রশিক্ষণ শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

কোম্পানি ডে ক্যাম্প

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পুরাতন ঢাকা জেলার কামরুন্নেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ১ দিনের কোম্পানি ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে গাইড গাইডারগণ ও গাইড সদস্যসহ ১৫০ জন অংশগ্রহন করেন।

ইউনিট ডে ক্যাম্প

২৩ অক্টোবর, ২০১৯ তেজগাঁও জেলার বিএএফ শাহীন কলেজে এক দিনের ইউনিট ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শাহ কাউছার আহম্মদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ, বিএএফ শাহীন কলেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন রওশন ইসলাম আঞ্চলিক কমিশনার। এসময় উপস্থিত ছিলেন আমিনা খাতুন, জেলা কমিশনার (তেজগাঁও জেলা) রাজধানী অঞ্চল, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও আসমা খাতুন, জেলা সেক্রেটারী (তেজগাঁও জেলা), রাজধানী অঞ্চল, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এবং আঞ্চলিক জুনিয়র ট্রেইনার কামরুন নাহার, রাজধানী অঞ্চল, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন। ক্যাম্পে অত্র প্রতিষ্ঠানের রেঞ্জার গাইডারসহ ৫০ জন রেঞ্জার অংশগ্রহণ করেন।

গাইড ও রেঞ্জার দিবা ক্যাম্প

২৭ হতে ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ রাজধানী অঞ্চল, মোহাম্মদপুর গাইড জেলা কর্তৃক আয়োজিত ৩ দিনের 'গাইড ও রেঞ্জার দিবা ক্যাম্প' লালমাটিয়া মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদপুর গাইড জেলার ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ২৬০ জন গাইড, রেঞ্জার, গাইডার এবং গাইড সদস্য, কমিশনার, ট্রেইনার অংশগ্রহণ করেন।

মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও অতিরিক্ত সচিব, গভ: লীড (লিয়েন), ব্রিটিশ কাউন্সিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ- লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও রওশন ইসলাম, আঞ্চলিক কমিশনার, রাজধানী অঞ্চল এবং ফওজিয়া কবির, অধ্যক্ষ- জামিলা আইনুল আনন্দ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ। ক্যাম্পে সভপতিত্ব করেন সেলিনা চৌধুরী, জেলা কমিশনার (মোহাম্মদপুর গাইড জেলা) রাজধানী অঞ্চল ও সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন ইয়াসমিন আখতার বানু, ট্রেইনার, কামরুন নাহার ও তিথি দে।

রেঞ্জার গাইডার কোর্স প্রশিক্ষণ

৩ হতে ৬ নভেম্বর, ২০১৯ ৪ দিন 'রেঞ্জার গাইডার কোর্স প্রশিক্ষণ' লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে রাজধানী অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৩৫ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের সেশন প্রদান করেন প্রশিক্ষণ কমিশনার সাহেদা হোসেন চৌধুরী, আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও কারেন্ট ইস্যু সেশন প্রদান করেন অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার হোসনে আরা বেগম।

রেঞ্জার ডে-ক্যাম্প

৯ নভেম্বর, ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঞ্জার ইউনিটের উদ্দ্যোগে শামসুন্নাহার হলে ১ দিনের রেঞ্জার ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো: আখতারুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম। কোষাধ্যক্ষ জাহানারা বেগম, আঞ্চলিক কমিশনার রওশন ইসলাম, মোহাম্মদপুর জেলার জেলা কমিশনার সেলিনা বেগম চৌধুরী, আঞ্চলিক কার্যনিবার্হী কমিটির সদস্য জাহানারা খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ টি হলের প্রভোস্ট, গাইডার ও শিক্ষিকাবৃন্দ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

ক্যাম্প ক্র্যাফ্‌ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প

২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ বেইলি রোড, ঢাকায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, রাজধানী অঞ্চলের উদ্দ্যোগে 'আঞ্চলিক ক্যাম্প ক্র্যাফ্‌ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে রাজধানী অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

১ ডিসেম্বর তাঁবু জলসা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন) প্রফেসর সাবিনা ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ জাহানারা বেগম, সহযোগী কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ এবং কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা আকতার। গাইড কমিশনার নূরজাহান আরা বেগম, রমনা জেলার জেলা কমিশনার তানজিল আশ্রাফ, জেনারেল সেক্রেটারী তানজিনা বিনতে মোশাররফ ও জাতীয় কমিশনারে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মালেকা পারভীন এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের শিক্ষিকাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

গাইড ডে ক্যাম্প

১৩ হতে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানী অঞ্চল, গুলশান বনানী জেলার উদ্দ্যোগে টি এন্ড টি আর্দশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩ দিনের গাইড ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের ৭ টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০০ জন গাইড, গাইডারসহ অন্যান্য গাইড সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

একদিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানী অঞ্চল, উত্তরা জেলা আয়োজিত আনোয়ারা মান্নাফ গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজে একদিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। গাইড কর্মকান্ড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৫ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার জেবা রশিদ চৌধুরী, আঞ্চলিক কমিশনার রওশন ইসলাম, অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার হোসনে আরা বেগম, উত্তরা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা কমিশনার সাবরিনা রশিদ চৌধুরী ও উত্তরা জেলার সদস্যবৃন্দ । কলেজের অধ্যক্ষসহ অন্য গাইড সদস্যবৃন্দ ও রাজধানী অঞ্চলের তিথি দে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্চলিক রেঞ্জার ক্যাম্প

'নেতৃত্বই লক্ষ্য' প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ হতে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানী অঞ্চলের প্রথম আঞ্চলিক রেঞ্জার ক্যাম্প বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাহান আরা বেগম, কোষাধ্যক্ষ ও কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার ।

২১ ডিসেম্বর মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। বিশেষ অতিথি ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান জনাব রেশাদুর রহমান-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ইমরানুল হক। ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জাহান আরা বেগম, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মোছা: সাহারা খানম, বিএএফ শাহীন কলেজের অ্যাডজুটেন্ট স্কোয়াড্রন লীডার টিপু সুলতান ও ভাইস প্রিন্সিপাল সুকুমার চন্দ্র সাহা তাঁবু জলসায় উপস্থিত ছিলেন। আঞ্চলিক কমিশনার রওশন ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে রাজধানী অঞ্চলে ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮৭৯ জন হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জারকে দিক্ষাদান করা হয়েছে।

চিত্রে গাইডিং

ক্যাম্প ফায়ার

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গাইড সদস্যরা

তাবু জলসায় নৃত্যানুষ্ঠান

চট্টগ্রাম অঞ্চল

৩য় স্থানীয় গাইড ডে-ক্যাম্প (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর)
২৩ আগস্ট, ২০১৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর স্থানীয় এসোসিয়েশন এর ব্যবস্থাপনায় নতুন কুঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলে একদিন-এর ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের থিম ছিল `We Discover, We Grow Girl Guiding.' কর্মসূচীতে সদর উপজেলার ১০টি স্কুল হতে ১৯০জন গাইড অংশগ্রহন করেন।

রেঞ্জার এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী

তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির অগ্নি প্রজ্জ্বলন

২৩ হতে ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ চট্টগ্রাম অঞ্চল এর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে ঢাকা অঞ্চল-এর রেঞ্জার এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম এবং ঢাকা অঞ্চলের রেঞ্জার, রেঞ্জার গাইডার, গাইড গাইডার, জেলা গাইড কমিশনার, স্থানীয় গাইড কমিশনার, আঞ্চলিক কমিশনার, গাইড সদস্যা, ট্রেইনার এবং অফিস স্টাফ সহ ৭৫ জন অংশগ্রহন করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত রেঞ্জার এক্সচেঞ্জ কর্মসূচিতে ঢাকার আঞ্চলিক কমিশনারসহ রেঞ্জারদের অংশগ্রহন

পরিদর্শন

২১ নভেম্বর, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর আঞ্চলিক কমিশনার নিরূপা দেওয়ান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার তহুরীন সবুর, চট্টগ্রাম জেলা সদরের স্থানীয় কমিশনার প্রফেসর রীতা দত্ত, আঞ্চলিক সচিব মোশফেকা আকতার চৌধুরী এবং শায়লা শাবরিন চট্টগ্রাম-এর বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এসময় জাতীয় কার্যালয় হতে প্রেরণকৃত চিঠিসহ একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে উপদেষ্টা হিসেবে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-
আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, কর্ণফুলী উপজেলা স্থানীয় কমিটি গঠন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অডিট, বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহন, চট্টগ্রাম জেলা সদর স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন
১৮ হতে ২০অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন-এর ৪২তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন কুয়কাটা,পটুয়াখালী, বরিশাল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে কমিশনার, গাইড গাইডার, রেঞ্জার গাইডার, রেঞ্জার, যুবানেত্রী ও অফিস স্টাফসহ ২১জন অংশগ্রহন করেন।

দীক্ষাদান
জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৬৭৬ জন হলদে পাখি, গাইড এবং রেঞ্জারদের দীক্ষাদান করেন ট্রেইনার ইশরাত জাহার শিল্পি, শায়লা শারবিন ও স্থানীয় গাইড কমিশনার প্রফেসর রীতা দত্ত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীক্ষাপ্রাপ্ত রেঞ্জারবৃন্দ

কুমিল্লা অঞ্চল

কুমিল্লা অঞ্চলে গত ৬ মাসের পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা ডেঙ্গু প্রতিরোধক, ট্রাফিক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা ও র‍্যালী, বিভিন্ন আলোচনা সভা, বৃক্ষরোপন, সাক্ষরতা দিবস পালন, জেলা ও আঞ্চলিক কমিটি সভা, ৪৮তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবস পালন ও বেগম রোকেয়া দিবস পালন।

ডে-ক্যাম্প

২৫ জুলাই, ২০১৯ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ৪৫ জন গাইড অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মো: সেলিম, সহকারি প্রধান শিক্ষক, গাইডার ও শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ।

গাইড গাইডার কোর্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বক্তব্য দেন নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস

স্থানীয় ডে-ক্যাম্প

৮ আগস্ট, ২০১৯ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা স্থানীয় এসোসিয়েশন আয়োজিত ১ম স্থানীয় গাইড ডে-ক্যাম্প গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনারসহ ২৮০ জন অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট, ২০১৯ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশাল র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কুমিল্লা মডার্ণ হাইস্কুলসহ ৩০ জন গাইড, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার পাপড়ি বসু, কুমিল্লা জেলার গাইড জেলা কমিশনার ও নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার এবং কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক সেক্রেটারী ও রোজ গার্ডেন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ নাজমা খানম র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন। র‍্যালীটি কুমিল্লা টাউন হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে শিশু উদ্যানে এসে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে অঞ্চলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করে।

বেগম রোকেয় দিবস

কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার ও বিশিষ্ট নারী নেত্রী পাপড়ি বসু নারীর অধিকার ও নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত হন। ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পদক তুলে দেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান বিজয় দিবস

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে, শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গার্ল গাইডের কুমিল্লা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হলদে পাখি ও গাইডসহ ৫৪৪ জন অংশগ্রহন করে।

পরিদর্শন

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ কুমিল্লা জেলা দাউদকান্দি উপজেলার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গাইড কোম্পানী পরিদর্শন করে পূরণকৃত ৫টি রেজিস্ট্রেশন ফরম গ্রহণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

দীক্ষাদান

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ কুমিল্লা অঞ্চলের ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১২১ জন হলদে পাখি, গাইড এবং রেঞ্জারদের দীক্ষাদান করা হয়।

ঢাকা অঞ্চল

ঢাকা অঞ্চলে গত ৬ মাসে পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, কমিটি গঠন ও বৃক্ষ রোপন অভিযান

অন্যান্য কার্যক্রম

জুলাই মাসে ঢাকা অঞ্চলের প্রত্যেক জেলায় এবং উপজেলায় ডেঙ্গু বিষয়ক র‍্যালি আলোচনা সভা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৬ আগস্ট, মাদারীপুর জেলা গার্ল গাইডস্ এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধে মানুষের সচেতনতার জন্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডে-ক্যাম্পে

৩০ জুলাই, ২০১৯ নারায়ণগঞ্জ জেলা গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন আয়োজিত ১ দিনের ডে-ক্যাম্প নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক, মো: জসিম উদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার নারায়ণগঞ্জ জেলা। ক্যাম্পে গাইড, রেঞ্জার, হলদে পাখি, গাইডার, সদস্য, কমিশনার সহ ১২০ জন অংশ গ্রহণ করেন।

গাইড গাইডার প্রশিক্ষণ

১ হতে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলায় ৫ দিন ব্যাপি গাইড গাইডার বেসিক কোর্স প্রশিক্ষণ পি এম পাইলট মডেল গভঃ স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সখিপুর উপজেলার ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৪৯ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

১৯ তম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঢাকা অঞ্চলের ১৯তম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দা ফারহানা কাউন-াইন, জেলা প্রশাসক নরসিংদী জেলা। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও জাহান আরা বেগম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিলকিস বেগম, প্রধান শিক্ষক, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোছা: সাহারা খানম, আঞ্চলিক কমিশনার, ঢাকা অঞ্চল। আঞ্চলিক পরিষদে ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা হতে গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, সদস্য, কমিশনার, ট্রেইনার ও অফিস স্টাফ সহ ২৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

দীক্ষাদান

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা অঞ্চলের ১১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৯২৬ জন হলদে পাখি, গাইড এবং রেঞ্জারদের দীক্ষাদান করা হয়।

ক্যাম্পে রেঞ্জাররা গ্যাজেট তৈরিতে ব্যস্ত

গাইড গাইডার প্রশিক্ষণ শেষে গাইডারদের সনদপত্র প্রদান করা হয়

রাজশাহী অঞ্চল

রাজশাহী অঞ্চলে গত ৬ মাসের পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডেঙ্গু প্রতিরোধ,বৃক্ষ রোপণ, পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন, দোয়া মাহফিল, Education for Everyone প্রকল্প, মতবিনিময় সভা, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব পর্যটন দিবস, আন্তর্জাতিক দূর্যোগ দিবস, ট্রাফিক কর্মশালা, কর দিবস, দুর্নীতি বিরোধ দিবস পালন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ র‍্যালিতে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার ও গাইড সদস্যদের অংশগ্রহন

জাতীয় শোক দিবস পালন

৭ আগস্ট, ২০১৯ রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে গাইড হাউজে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, সদস্য, কমিশনার ও অফিস স্টাফসহ ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক ক্যাম্প

২ হতে ৮ আগস্ট, ২০১৯ কোরিয়া আন্তর্জাতিক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় । ক্যাম্পে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গাইড, গাইডারসহ ৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

শিশু ওয়ার্ড পরিদর্শন

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পাবনা ইমাম গাযযালী স্কুল এন্ড কলেজের গাইড দল পাবনা জেনারেল হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ড পরিদর্শন করে ও শিশু রোগীসহ বিভিন্ন রোগীদের খোজ খবর নেয়। সকল শিশু রোগীদের একটি করে আপেল উপহার দেয়া হয়।

জেল হত্যা দিবস পালন

৩ নভেম্বর, ২০১৯ রাজশাহী গাইড হাউজে জেল হত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রেঞ্জার, গাইডার, সদস্য, কমিশনার ও অফিস স্টাফসহ ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন ।

Day of the Girl

৩ নভেম্বর, ২০১৯ রাজশাহী গাইড হাউজে Day of the Girl পালন উপলক্ষে রেঞ্জারদের অংশগ্রহণে Workshop অনুষ্ঠিত হয়। Workshop সেশন প্রদান করেন রেঞ্জার লাভলী খাতুন, শারমীন আরা আবেদীন ও ইশরাত জাহান ।

নৈপুণ্য সূচক ব্যাজ পরীক্ষা

৭ নভেম্বর, ২০১৯ রাজশাহী গাইড হাউজে রেঞ্জারদের নৈপুণ্য সূচক ব্যাজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় রাজশাহী সদরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৭০ জন রেঞ্জার অংশগ্রহণ করেন ।

প্রথম ডে ক্যাম্প

৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ শহীদ মামুন মাহমুদ পুলিশ লাইনস্ স্কুল এন্ড কলেজে কাব স্কাউট, হলদে পাখি, স্কাউট, গার্ল গাইডস্, রেঞ্জার ও রোভার ইউনিটের প্রথম ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোঃ হুমায়ুন কবির, বিপি এম, পিপিএম, মহোদয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপ পুলিশ কমিশনার (পি ও এম) আর. এম. পি. রাজশাহী এবং সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. মোঃ গোলাম মাওলা।

ডে-ক্যাম্প

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার মডেল স্কুলে দিনব্যাপী উপজেলা গাইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে গাইড, সদস্য, কমিশনারসহ ২৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পে বাল্য বিবাহ, গিরার সেশন, গাইডের গান, তাঁবু জলসার প্রস্তুতি ছিলো।

কোম্পানী ক্যাম্প

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ রাজশাহীর অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১ দিনের ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন স্কুলের হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার সহ ১০০ জন অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্প উদ্বোধন করেন ড.শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী, উপ পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, রাজশাহী। সমাপনী অনুষ্ঠানে সিরাজুম মুনিরা, আঞ্চলিক কমিশনার সহ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেগম রোকেয়া দিবস

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, নাটোর জেলা শাখার উদ্যোগে বেগম রোকেয়া দিবস, ২০১৯ গাইড অন্তর্ভূক্ত নয়টি বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে ১৫০ জন ছাত্রীর উপস্থিতিতে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা সভা এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ।

মহান বিজয় দিবস : ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ গাইড হাউজ, বিলসিমলা, রাজশাহীতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, সদস্য, কমিশনার ও অফিস স্টাফসহ ৪৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

হলদে পাখি গাইডার প্রশিক্ষণ কোর্স (সাথিয়া, পাবনা)

২১ হতে ২৫ জুলাই, ২০১৯ সাথিয়া জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে হলদে পাখি গাইডার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সাঁথিয়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ৬৬ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু,এম.পি, মাননীয় সংসদ সদস্য পাবনা।

আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ঃ ৭ জুলাই, ১ আগস্ট, ৪ সেপ্টেম্বর, ৪ ও ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ রাজশাহী গাইড হাউজে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কমিশনার সিরাজুম মুনিরা। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন

১১ অক্টোবর, ২০১৯ রাজশাহী অঞ্চলের ১৯তম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন চাঁপইনবাবগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন ও অতিরিক্ত সচিব (লিয়েন), গভঃলীড, ব্রিটিশ কাউন্সিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন এ জেড এম নুরুল হক, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিরাজুম মুনিরা, আঞ্চলিক কমিশনার।

আঞ্চলিক উপদেষ্টা অন্তর্ভুক্ত করণ

২৭ অক্টোবর, ২০১৯ রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজশাহী জেলার উপদেষ্টা হিসেবে মোঃ হামিদুল হক, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী মহোদয়কে অনুর্ভূক্ত করা হয়।

দীক্ষাদান

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৫৭২ জন হলদে পাখি, গাইড এবং রেঞ্জারদের দীক্ষাদান করা হয়।

রাজশাহী অঞ্চলে গাইডদের দীক্ষাদন কর্মসূচি

রংপুর অঞ্চল

রংপুর অঞ্চলে গত ৬ মাসের পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শোভাযাত্রা, তামাক বিরোধী সেমিনারে অংশগ্রহণ, ক্যাম্পেইন, সভা, কর্মশালা, ত্রাণ বিতরণ, ডায়াবেটিস দিবস পালন ও দুর্নীতি দমন দিবস উদযাপন।

কর্মশালা

১৪ অক্টোবর, ২০১৯ দুর্যোগ মোকাবেলা প্রশিক্ষণে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার সৈয়দপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গাইড কোম্পানী অংশগ্রহণ করে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় কর্মশালার আয়োজন করেন স্থানীয় কমিশনার বিলকিস বানু।

আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

২১ আগস্ট হতে ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় Brownies Lead International Camp 2019 অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে রংপুর অঞ্চলের ৪ জন হলদে পাখি ও ১ জন বিজ্ঞ পাখি ওয়ালেদা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় ডে-ক্যাম্প

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি বিদ্যালয়ের ২০০ জন গাইড, ১৬ জন গাইডার, ১০ জন কমিশনার সদস্যসহ প্রায় ২৫০ জন ক্যাম্পে যোগদান করেন।

ক্যাম্পে গাইডরা সংগীত পরিবেশন করছে

ডে-ক্যাম্প

১৬ নভেম্বর, ২০১৯ ঠাকুরগাঁও কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এ স্কাউট ও গাইড কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক ড. কামরুজ্জামান সেলিম এবং তাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ আখতারুজ্জামান, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল।

সম্মিলিত কোম্পানী ডে-ক্যাম্প

২২ নভেম্বর, ২০১৯ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, রংপুর অঞ্চলের উদ্দ্যোগে রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্মিলিত কোম্পানী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ২১ টি প্রতিষ্ঠানের গাইড, গাইডার, রেঞ্জার, কমিশনার সহ ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর, দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্মিলিত কোম্পানী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ৯টি বিদ্যালয়ের ১১০ জন গাইড, ১১ জন গাইডার ও ৯ জন কমিশনার সহ প্রায় ১৪০ জন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। তাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ সানিউল ফেরদৌস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি), দিনাজপুর এবং উপদেষ্টা বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, দিনাজপুর জেলা।

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট' ২০১৯ রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার উল্ল্যা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গাইড দল ও রংপুর সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ এর রেঞ্জার ইউনিট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে। ২২ আগস্ট' রংপুর অঞ্চলের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচীতে র‍্যালী, হলদে পাখিদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, গাইড ও রেঞ্জারদের রচনা প্রতিযোগীতা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস পালন

১৬ ডিসেম্বর' ২০১৯ রংপুর জেলা ষ্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত হলদে পাখির ঝাঁক ও গাইড কোম্পানী অংশগ্রহণ করে।

দীক্ষাদান

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯২২ জন হলদে পাখি, গাইড এবং রেঞ্জারদের দীক্ষাদান করেন স্থানীয় কমিশনার রহিমা চৌধুরী, আঞ্চলিক কমিশনার ফরিদা ইয়াসমীন, ট্রেইনার সুমাইয়া তাবাস্সুম ও তানিয়া আমিন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

ময়মনসিংহ অঞ্চলে গত ৬ মাসে বিভিন্ন উপজেলায় স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয়।

১ম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন

১২ অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, ময়মনসিংহ অঞ্চল আয়োজিত ১ম আঞ্চলিক পরিষদ অধিবেশন, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব, খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ ও উপদেষ্টা বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

৪২ তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন

১৭ হতে ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪২ তম জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে ২০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

১৪ ডিসেম্বর উদযাপন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ময়মনসিংহ অঞ্চলের চার জেলা ও উপজেলা সমূহে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর উদযাপন

মহান বিজয় দিবসে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাইড এবং হলদে পাখিরা রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে মার্চ পাস্টে অংশ গ্রহণ করে। অন্যান্য জেলা ও উপজেলা সমুহে যথাযথ নিয়মে মহান বিজয় দিবস পালন করা হয়।

আমরা গাইড

বঙ্গবন্ধু : চিরন্তন অমলিন স্মৃতি

তখন ছাত্রী আমি। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখেন শেখ মুজিবর রহমান। এয়ারপোর্ট থেকে খোলা গাড়ীতে তিনি যাবেন সোহরাওর্য়াদীর মাঠে অপেক্ষারত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষন দিতে, তাদের দেখতে, তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হতে।

আমরা তখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কাছে সরকারি বাসা নিহারিকায় থাকি। সুতরাং যে পথ দিয়ে বঙ্গবন্ধু যাবেন তা একেবারে কাছে বলে সবাই মিলে তাকে দেখবো বলে রাস্তার পাশে দাঁড়াবো বলে প্ল্যান করে ফেললাম। এরপর বঙ্গবন্ধুকে আরও ২টি অনুষ্ঠানে দেখেছি। কিন্তু প্রথম দেখার অনুভূতি, আনন্দ, শ্রদ্ধা, শিহরন অন্যরকম ছিল বলেই ঘটনাটি স্মৃতিতে অমলিন ভাবে রয়ে গেছে।

আগামী ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী। আর ২০২১ সালে বাংলাদেশ উদযাপন করবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। তাই ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭মার্চ পর্যন্ত সময়কে মুজিব বর্ষ ঘোষনা করেছে সরকার। এই মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন করা হয় ১০ জানুয়ারি ২০২০ সনে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে।

আবার একটু পিছনে ফিরে তাকাই। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা কাটান পাকিস্তানের অন্ধকার কারাগারে। একই বছরের ১৬ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান আরও পরে। অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিকেল ৪ টা ৩৭ মিনিটের দিকে বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ সি১০০জে মডেলের উড়োজাহাজ প্রতীকী হিসেবে পুরাতন বিমান বন্দর অর্থাৎ তখনকার তেজগাঁও বিমান বন্দরের রানওয়েতে অবতরন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিকেলে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের এরকম একটি উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরে ছিলেন জাতির পিতা।

বিমানটি ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে থামে। এ সময় বাজানো হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের গান, বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নে স্বাধীন বাংলায়।

উড়োজাহাজের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নেতা। চারদিক মুখরিত হল 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধ' স্লোগানে। পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। এরপর গার্ড অব অনারের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকশ দল তাকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। পরে তিনি রওনা হলেন সোহরাওর্য়াদীর উদ্দেশ্যে।

ফিরে আসি আমার দেখায় - আমরা দাড়িয়েছি রাস্তার পাশে জায়গা-টি ছিল পরিবাগের রাস্তার উল্টো দিকে সেখানে এখন ফুট ওভার ব্রীজ হয়েছে। হাজার মানুষের চিৎকারে মুখরিত চারধার। আনন্দ উচ্ছাস যেন বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ অপার।

হঠাৎ শুনলাম আসছেন নেতা। ঐ তো ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে তার খোলা গাড়ী। আমি অজানা আবেগে মৃদু মৃদু কাঁদছি তখন। হাজারো প্রশ্ন মনে কেমন দেখবো তাঁকে? কেমন তিনি? দেখতে পারবো তো? যদি ভিড়ে না পারি? আস্তে আস্তে খোলা ট্রাকে দাঁড়ানো বঙ্গবন্ধু আমার অতি নিকটে মন্থর গতি এগিয়ে যাওয়া বাহনে।

ঐ দিনই প্রথম কাছে থেকে তাঁকে দেখলাম। শুধু দেখলাম নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব আর অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলাম অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুকে। মনে হলো বিশাল হিমালয় পর্বতের নীচ থেকে আমি হিমালয়ে সবোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট অবলোকন করছি। মনে হলো বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছেন। ক্লান্ত কিছুট। মলিন মুখে অটুট হাসি। চারদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। আমি অপলোক চোখে তাকিয়ে, চোখের পাতা পড়লেও কিছু যদি মিস করি সেই ভয়। বিশাল বাহিনীর সঙ্গে তাঁর বাহন এগিয়ে যাচ্ছে। একেবারে আমার সামনে দিয়ে- আমি দেখছি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান, শতাব্দির শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শত বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেয় মাথা নত না করা নেতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা।

ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ী। আমি তখনও আচ্ছন্ন বিভোর বঙ্গবন্ধুকে এতো কাছ থেকে দেখে। মনে হচ্ছিল জাতীয় কবির 'চির উন্নত মম শির' কথা গুলো যেন তাকেই সামনে রেখে লেখা হয়েছিল। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন মাথা উচু করে বাঁচার অভ্যাস।

আজ ১৯৭২ সন থেকে ২০২০ সনের মাসগুলো পার করছি কিন্তু আজও অমলিন চিরন্তন সত্য সুন্দর স্মৃতি বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখার সময়টি। ভুলেনি এতটুকু- তাঁর হাসিটুকু- হাত নাড়ানো অভিনন্দন। চোখের কালো ফ্রেমের চশমা, সুস্বাস্থ্য, লম্বা উজ্জ্বল বর্ণের বঙ্গবন্ধুকে। সশ্রদ্ধ সালাম নেতাকে- জয়তু মুজিব বর্ষ- জয়তু ১০০ মুজিব জন্মবর্ষ।

প্রসেফর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বঙ্গবন্ধুর সাথে অমূল্য স্মৃতি

নিরূপা দেওয়ান
আঞ্চলিক কমিশনার, চট্টগ্রাম অঞ্চল
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস। অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার একমাত্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে সহকারী শিক্ষিকার চাকরি নিয়েছি। তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা কাশ্মিরী বেগম সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে আমার সাবলীল বিচরণ বিবেচনা করে অনেকটা আগ্রহ নিয়ে তাঁর স্কুলে আমাকে চাকরি দিয়েছেন।

পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে ধরে রাখা এবং একই সাথে এ সংস্কৃতিকে বাইরের জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা গুটি কয়েক সংস্কৃতিকর্মী 'গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী" গঠন করি। আমি এ সংগঠনের একজন নিয়মিত কণ্ঠ ও নৃত্যশিল্পী ছিলাম। চাকরির সাথে সাথে এ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার কারণে রাঙ্গামাটির বাইরে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহবানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। 'বিজয় দিবস' কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সরকারি উদ্যোগে মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হত ১৯৭২ অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবস থেকে। ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী। যথারীতি ১৯৭৩-এর বিজয় দিবসেও অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। তৎকালীন 'আর্টস্ কাউন্সিল' (বর্তমান শিল্পকলা একাডেমী)-এর সম্পাদক স্বর্গীয় বিমলেন্দু দেওয়ান জেলা প্রশাসক কর্তৃক দলনেতা হিসেবে মনোনীত হলেন। তবে মহিলা সাংসদ সুদীপ্তা দেওয়ান সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রাখছিলেন।

প্রায় ২৫/৩০ জনের একটি সাংস্কৃতিক দল ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম ১৪ ডিসেম্বর। দলের জন্যে একটা বাস ভাড়া করা হয়েছে। তখন ঢাকা পৌঁছতে সারাটা দিন অর্থাৎ প্রায় ১০/১২ ঘন্টা লেগে যেত। কারণ ২টা বড় ও ২টা ছোট ফেরি পার হয়ে ঢাকা যেতে হত। যা হোক, নিরাপদে সন্ধ্যা ৭টা/৮টার সময় ঢাকা গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের থাকার জায়গা হয়েছে নাখালপাড়া এম.পি হোস্টেলে। বান্দরবান থেকেও কে. এস প্রু দার নেতৃত্বে একটি ১০/১২ জনের মারমা দলও এসে পৌঁছেছে। ঐ দলে কিশোর উচ্লা (বর্তমানে উচ্লা ভান্তে নামে খ্যাত) ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে বেশ সুন্দর গলায় গান করত। অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর যথাসময়ে আমরা সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তৎকালের বিখ্যাত শিল্পীরাও (মরহুম আবদুল আলীম, খন্দকার ফারুক আহমেদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, সোহরাব হোসেন, আব্দুল জব্বার, সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ) ঐ অনুষ্ঠানে গান করার জন্যে আমন্ত্রিত হতেন।

আমরা অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথে তৎকালীন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী খন্দকার ফারুক এসে আমাদের মাঝে বিমলেন্দু কাকাকে খুঁজতে লাগলেন। আমরা বললাম, তিনি একটু পরে এসে পৌঁছবেন। আমাদের গান ও নাচের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবেন। বলতে না বলতেই কাকা এলেন, কাঁধে নৃত্যের লম্বা বাঁশগুলো নিয়ে, পাহাড়ি গামছা পরে, খালি গায়ে (তিনিও আমাদের সাথে নাচতেন ও গাইতেন)। ফারুক আহমেদ সাহেব তাঁকে দেখে তো অবাক, একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। আর বলতে লাগলেন, "তোর এ অবস্থা কেন"? কাকা বললেন, আমাদের লোকবল নেই, আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের নাচ-গানের যন্ত্রপাতি বহন করি। তিনি কাকাকে সাবিনা ইয়াসমিন ও অন্যদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই দেখো আমার ওস্তাদ, আমি রাঙ্গামাটি হাইস্কুলে পড়ার সময় তাঁর কাছেই প্রথম গান শিখেছি"। গর্বে আমাদের বুক ভরে উঠল, এত বড় শিল্পী নির্দ্বিধায় কাকার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেন।

আসলেই স্বর্গীয় বিমলেন্দু দেওয়ান ছিলেন একজন বড় মাপের শিল্পী, কোনো অহংকার বা কোনো ধরনের জটিলতা তাঁর ছিল না, যদিও তিনি ছিলেন তখন জেলা প্রশাসনের কল্যাণ কর্মকর্তা। যথারীতি অনুষ্ঠান হল। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই প্রশংসিত হল। কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। হোস্টেলে ফিরে সাংসদ সুদীপ্তা দেওয়ানকে বললাম, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমাদের যোগদানের পাশাপাশি আরো একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এবার ঢাকা এসেছি, তাতো আপনি জানেন। কী করে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করা যায়?

তখন শ্রদ্ধেয়া দেওয়ান বলেন, 'দেখা যাক, কী করা যায়'। তিনি ঐদিন যে কোনো প্রকারে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপর দিন অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপকালে বললেন, "আমার রাঙ্গামাটির শিল্পীরা আপনাকে অনুষ্ঠান দেখাবে বলে এসেছিল। কিন্তু দেখাতে না পেরে তারা মনে একটু কষ্ট পেয়েছে"। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটির শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং সম্ভব হলে গণভবনে ২/১দিনের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে অনুরোধ জানালেন।

ঠিক হল ২২ ডিসেম্বর গনভবনে আমাদের অনুষ্ঠান হবে। আমরা আরো সপ্তাহ খানেকের জন্য সরকারি মেহমান হয়ে এম.পি হোস্টেলে থেকে গেলাম।

২২ ডিসেম্বর সারাটা দিন কেটে গেল এক চাপা উত্তেজনায়। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সবাই তৈরি হয়ে বেইলী রোডস্থ গণভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ঢাকা শহরে তখন যানজট ছিল না। আমরা ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে গণভবনে গিয়ে পৌঁছলাম। গণভবনের পিছনের বড় বারান্দায় আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। গিয়ে দেখি মন্ত্রিপরিষদের প্রায় সকল সম্মানিত সদস্যকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উল্লেখযোগ্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন- শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, শহীদ কামরুজ্জামান, শিক্ষামন্ত্রী জনাব ইউসুফ আলী, তথ্যমন্ত্রী শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সংস্কৃতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুরসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ।

জুম নৃত্যের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল। শেষ হল বাঁশনৃত্য দিয়ে। বাঁশনৃত্য শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মিসেস দেওয়ান বললেন, 'স্যার, আমাদের এই শিল্পী আপনার

কাছে একটি আরজি নিয়ে এসেছে'। আমি নাচ শেষ করে তখনো দাঁড়িয়ে আছি মঞ্চের মাঝখানে।

বঙ্গবন্ধু একটু হেসে আমাকে কাছে ডাকলেন, আমার নাম জিজ্ঞেস করে, কোন ক্লাসে পড়ি জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম, 'স্যার, আমি এখন পড়ছি না, পড়াচ্ছি'। আমার একথা শুনে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠলেন এবং মিসেস দেওয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সুদীপ্তা, রাঙ্গামাটির মেয়ে নিরূপা কি বলছে? আমি তো তাকে নাইন/টেন এর ছাত্রী মনে করেছি'। তখন মিসেস দেওয়ান বললেন, স্যার গতমাসে সে বি.এ. পাস করেছে। তিনি আরো অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? আচ্ছা মা নিরূপা, এবার বলো তোমার আরজি কি?' আমি তাঁকে বললাম, আমাদের রাঙ্গামাটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আমরা ৭/৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আর্থিক অনটন ও অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্কুলটিকে টিকিয়ে রেখেছি। আপনি নারী শিক্ষার কথা বলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টার পরেও আমরা এ স্কুলটিকে সরকারিকরণ করতে পারছি না।

তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর পাশে বসা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কী ইউসুফ, রাঙ্গামাটির মেয়ে নিরূপা কী বলে?'

তখন শিক্ষামন্ত্রী একটু ইতস্তত করে বললেন, স্যার, প্রসেস হচ্ছে, এই তো কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তখন বঙ্গবন্ধু জোর গলায় বললেন,'হয়ে যাবে মানে? হতেই হবে'। তিনি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে পারো'। আমি চট করে উত্তর দিলাম, একশ'বার পারি স্যার। তখন বঙ্গবন্ধু জোর গলায় বললেন, 'শোনো নিরূপা, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছি, আগামী ১৯৭৪ সালে ১ জানুয়ারি থেকে রাঙ্গামাটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হবে। ঠিক আছে?" আমি বললাম, স্যার, এ সুসংবাদটা কি আমি রাঙ্গামাটি ফিরে গিয়ে আমাদের হেডমিস্ট্রেসকে জানাতে পারি? তিনিও এক মুহূর্তে দেরি না করে উত্তর দিলেন 'একশ'বার'।

আনন্দে আমার বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। পাঠকবৃন্দ বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এখনো ভাবলে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সহজে বিশ্বাস করাও কঠিন যে, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারিকরণের নির্দেশ জারি হয় ২৪/১২/৭৩ তারিখে, আর তা কার্যকরী হয় ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ থেকে। এ ঘটনা আমার এক অমূল্য স্মৃতি।

বাংলাদেশের মাটি

রওশন আরা খান

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
ময়মনসিংহ অঞ্চল ও বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ

হাজার বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
যার জন্ম না হলে -
আমরা পেতাম না
লাল-সবুজের পতাকা,
মায়ের মুখের হাসি,
স্বপ্ন রাশি রাশি ।

যাঁর কণ্ঠে ছিল-
বজ্রমালা, হীরা - মানিক
চোখে মায়ার হরিণ।
মুখে ছিল- মিষ্ঠি মধুর
সহজ সরল বাণী।

৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে
রেখেছিল তারি প্রমাণ
হারিয়ে গেল-
হাজার বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
জাতির পিতা,
লাল-সবুজের দিশারী ।
সেই সংগে হারিয়ে গেল
খেলার মাঠ,
শুকিয়ে গেল নদী।
পুকুর ও খালগুলো ভরাট হলো,
পাহাড়গুলো ধ্বসে গেল,
স্বপ্নগুলো উড়ে গেল,
লাল রক্তে ভিঁজে গেল
বাংলাদেশের মাটি।

13th Asia Pacific Regional Conference, 13th Aug-17th Aug 2019 Taiwan (Republic of China)

The Asia Pacific Region : The Asia Pacific Region was established in 1969 with 12 member countries. Now there are 4, (four Million) Strong with members from 26 Countries. The Region covers a huge geographical area from East Asia, South Asia, South East Asia and Oceania.

The region offers girls and young women fun and educational opportunities for developing life skills and leadership qualities, enabling them to become active members of their communities. The region also supports capacity building projects to develop life skills for young women through it various projects.

Once in every three years the Asia Pacific Regional Conference takes place, vanue rotating among the 26 member countries.

200 participants and guests attended 13th Asia Pacific Regional Conference.

AP conference theme was Unite, Thrive, Grow.

On behalf of Bangladesh Girl Guides Association.

Kazi Zebunnessa Begum National Commissioner, Yasmin Ahmed, Deputy National Commissioner, (Programme), Rafika Afroze, Associate Treasurer, Babli Purkayastha, Regional Commissioner, (Sylhet Region), Rowshan Khan, Regional Commissioner, (Mymenshing Region), Farhana Binte Zaman (Young Leader) and Tahmina Akter Tumpa (Young Leader) took part in the conference.

Recognition of Membership Growth Certificate:

In the 50th anniversary programme The Asia Pacific Region committee appreciated Bangladesh Girl Guides Association for the satisfactory number of membership growth and given recognition certificate.

Appreciation award for service and contribution as an AP member.

In the 50th anniversary programme The Asia Pacific regional committee has also given appreciation Award for service and contribution to the development of girl guiding and girl scouting in the region as a AP member named Zeba Rashid Chowdhury (former National Commissioner, BGGA) and Rehana Banu (former National Commissioner, BGGA).

Young Women in Governance:

Young Women in Governance workshop (18-30 years old) held at Cham Cham Hotel, Caeserpark Convention Center. It is the prior to the conference. This means that the young women participating in the workshop should stay to join the main conference to continue with the project of young women in governance.

The workshop aims that 33 young women out of 22 countries who are passionate about region movement through the Asia Pacific Young Women Ambassador Programme (APYWAP). to persue a governance or leadership positions within there MOs or WAGGGS. It is the current global project to deliver motion 32 of the 36th world conference to look into the reason why more young women are not standing for governance positions and to develop set of actions that will significantly increase number doing so.

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের রাজশাহী অঞ্চলের প্রাক্তন আঞ্চলিক কমিশনার বেগম মার্জিনা হক ২২ নভেম্বর, ২০১৯ শুক্রবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রফেসর পাড়া নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন ট্রেইনার ও রাজধানী অঞ্চলের অতিরিক্ত আঞ্চলিক কমিশনার হোসনে আরা বেগম-এর মাতা বেগম মোসাম্মৎ রিজিয়া খাতুন বার্ধক্যজনিত কারণে ২৬ অক্টোবর, ২০১৯, শনিবার হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা শোকাহত।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তানজিনা বিনতে মোশাররফ-এর মাতা বেগম রোকেয়া বেগম ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, রোজ সোমবার ঢাকাস্থ কেয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ-ন)। আমাদের সমবেদনা তাঁর পরিবারের সাথে রইলো।

মহান আল্লাহ যাতে তাঁদেরকে বেহেস্তবাসী করেন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের পক্ষে এই প্রার্থনা করে সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয়।

চিত্রে গাইড কার্যক্রম

চিত্রে গাইডের কার্যক্রম

বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার ও গাইড সদস্যবৃন্দ
গার্ল গাইডের উপদেষ্টা বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারকে শুভেচ্ছা জানান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজধানী অঞ্চলের গাইড সদস্যরা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
কর্মসূচি পালনের জন্য জনগণকে সচেতন করছে

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অনুষ্ঠিত
চতুর্থ জেলা গাইড ক্যাম্পে সনদপ্রাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত গাইডবৃন্দ

কুমিল্লা অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে
গাইডদের সমন্বয়ে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়

ঢাকা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বৃক্ষ রোপন কর্মসূচিতে হলদে পাখিদের সাথে
আঞ্চলিক কমিশনার অংশগ্রহণ করেন

ময়মনসিংহ অঞ্চলের জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায়
মশা নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত

গাইড গাইডার প্রশিক্ষণ, তারাশ, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী অঞ্চল

রংপুর অঞ্চলে নিরাপদ খাদ্য দিবসের কর্মশালায় গাইডদের অংশগ্রহণ

পোস্ট রেজিঃ নং-ঢাকা-৯০৪০২

হৃদয়ে বাংলাদেশ

মুদ্রণেঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫